দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৮ ...

205

ক্যাম্পাসে সশস্ত্র বহিরাগত

শাহে আলম ও উকিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উত্তপ্ত। সোমবার প্রায় সারারাত বিভিন্ন হল এলাকায় গোলাগুলি চলে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুনরায় গুলির শব্দ শোনা যায়। ক্যাম্পাসে সশস্ত্র বহিরাগতদের আনাগোনাও বেড়েছে। আবাসিক শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

সোমবার রাত সাড়ে নয়টায় প্রথমে জহুরুল হক হল ও মহসীন হলের মধ্যবর্তী এলাকায়

আটের পাতায় ৬ কঃ দ্রঃ

শাহে আলম

(প্রথম পৃঃ পর)

ছাত্রলীগ (আ-অ)-এর দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। পরে তা এসএম হল ও জগন্নাথ হল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় আধ ঘন্টা পর গোলাগুলির শব্দ থেমে যায়।

তবে রাত বারটা থেকে আবারো শুরু হয় গোলাগুলি। কাঁটাবন, পলাশী ও ফুলার রোড এলাকায় থেমে থেমে রাত চারটা পর্যন্ত গুলি ও বোমাবাজি চলতে থাকে। এক হল থেকে গুলির শব্দ হলে অন্য হল থেকে গুলির মাধ্যমে তার জবাব দেয়া হয়। এ পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসের বাসিন্দারা আতংকিত হয়ে পড়েন।

দিনের বেলায় ক্যাম্পাস ছিল থমথমে। সন্ধ্যায় টিএসসি এলাকায় কিছু সশস্ত্র তরুণের মহড়ায় দ্রুত এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়ে। এদিকে আবাসিক ছাত্রদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে, কয়েকটি হলে রাত দশটার পর সশস্ত্র ব্যক্তিরা হল গেটে অবস্থান করে। যে কোন মুহূর্তে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে বলে তারা আশংকা করছেন।

সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে আহ্বান জানান তাতে মঙ্গলবারও সাড়া মেলেনি। সশস্ত্র ব্যক্তিদের তৎপরতার পাশাপাশি সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসে কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়।

৩৭ জন ছাত্রলীগ কর্মীর অভিযোগ

ছাত্রলীগের (আ-অ) ৩৭ জন কর্মী এক যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, সংগঠনের সভাপতি শাহে আলম ও সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল ডাঃ মিলন ও লিটন হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়ে সংগঠনের ভাবমূর্তি বিনষ্টে লিপ্ত। আলম চক্র তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বরিশাল, ফরিদপুর গ্রুপ এবং বহিরাগত অস্ত্রধারীদের দিয়ে চর দখলের মত করে হল দখল করে আছে। হলের নিরীহ ছাত্রদের রুম ভাংচুর, লুটপাটের ঘটনা ঘটছে অহরহ। মকিম গার্জীর সহযোগীকেও আশ্রয় দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

বিবৃতিতে অবিলম্বে হল থেকে বহিরাগত অস্ত্রধারী ও হত্যা মামলার আসামীদের গ্রেফতার এবং সংগঠন থেকে বহিষ্কারের দাবী জানানো হয়। বিবৃতিতে জহুরুল হক হলের ২১ জন, এসএম হলের ৬ জন এবং জগন্নাথ হলের ১০ জন কর্মী স্বাক্ষর করেন।